



13490 - কবররে কাছের নামায আদায় ও শাফায়াতের শর্তাবলি

প্রশ্ন

সুফিবিদদের অনুসরণ করে আমার এমন এক সঙ্গীর সাথে কথা বলছিলাম। কবররে নামায আদায় করা সম্পর্কে এবং কয়ামতের দিনে কিছু নেককার আলমেদের শাফায়াত নিয়ে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

আমি তাকে বললাম: কবররে নামায আদায় করা শরীক। কয়ামতের দিনে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে না। আমি এ প্রসঙ্গে আলমেদের মতামত জানতে চাই। এ সংক্রান্ত দলীল কোথায় পাবো? আশা করি আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: কবররে নামায আদায় করার মাসালা

কবররে নামায আদায় দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: কবরবাসীর জন্য নামায আদায় করা। এটি বড় শরীক; যা ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বরে করে দেয়। কারণ নামায এক প্রকার ইবাদত। আর কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা জায়যে নহে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।” [সূরা নসি: ৩৬] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

“আল্লাহর সাথে শরীক করা হলো তিনি তা ক্ষমা করেন না। এর চেয়ে লঘু গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যো ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে মহা (অপনোদন করা কঠিন এমন) ভিন্নান্তিতে পতিত হয়।” [সূরা নসি: ১১৬]

দ্বিতীয় প্রকার: কবরস্থানে আল্লাহর জন্য নামায পড়া। এর অধীনে কয়েকটি মাসালা রয়েছে:



১- কবররে উপর জানাযার নামায পড়া। এটি জায়যে।

এর নমুনা হলো: কোনোটো ব্যক্তি মারা গলে। কনিতু আপনিতার জন্য মসজদি জানাযা পড়তে পারনেনি। এমন অবস্থায় তাকে দাফন করার পর আপনিনামায পড়তে পারনে।

এই বিষয়টির দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, এক কালো পুরুষ অথবা মহিলা মসজদি ঝাডু দতিনে। তিনি মারা গলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলনে। তারা বলল: তিনি মারা গয়িছেনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: “তোমরা কনে আমাকে জানালে না? আমাকে তার কবর দেখেয়ি দাও।” তারপর তিনি তার কবরে এসে নামায আদায় করলনে। [হাদীসটি বুখারী (৪৫৮) বর্ণনা করনে, ভাষ্যও তার। মুসলমিও (৯৫৬) এটি বর্ণনা করনে]

২- কবরস্থানে জানাযার নামায পড়া। এটা জায়যে।

এর নমুনা হলো: একজন ব্যক্তি মারা গলে। আপনি মসজদি গয়ি তে তার জানাযার নামায পড়তে পারনেনি। কনিতু আপনি কবরস্থানে গলেনে এবং তাকে দাফন করার পূর্ববে তার জানাযা পড়লনে।

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহমাহুল্লাহ বলনে: কবরস্থানের ভেতর জানাযার নামায পড়া জায়যে, যমেনভাবে দাফনের পর জানাযার নামায পড়া জায়যে। যহেতে সাব্যস্ত হয়ছে যে, এক দাসী মসজদি ঝাডু দতি। সে মারা যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল: সে তো মারা গয়িছে। তিনি বললনে: “তোমরা কনে আমাকে খবর দলি নে না? আমাকে তার কবর দেখেয়ি দাও।” তারা তাকে সেই কবর দেখেয়ি দলি তিনি তাতে নামায আদায় করলনে। তারপর বললনে: “এই কবরগুলো কবরবাসীর জন্য অন্ধকারে পরিপূর্ণ। আমার নামাযের ফলে আল্লাহ তাদরে জন্য এগুলো আলোকতি করে দনে।” [হাদীসটি মুসলমি (৯৫৬) বর্ণনা করনে] [ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ: ৮/৩৯২]

৩- কবরস্থানে জানাযার নামায ছাড়া অন্য নামায পড়া। এই নামায বাতলি বলে গণ্য হবে; সঠিকি হবে না। হোক সটো ফরয কথিবা নফল নামায।

প্রমাণ:

এক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “সমগ্র যমীন মসজদি; কেবেল কবর ও গোসলখানা ছাড়া।” [হাদীসটি তরিমযী (৩১৭) ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করছেনে এবং শাইখ আলবানী এটকি সহীহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে (৬০৬) সহহি বলে গণ্য করছেনে]

দুই: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “আল্লাহ ইহুদ-খ্রিষ্টানদের উপর অভিশাপ দনি। তারা তাদরে নবীদের



কবরগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে।”[হাদীসটি বুখারী (৪৩৫) ও মুসলিম (৫২৯) বর্ণনা করেন]

তনি: যটোক্তকি কারণ। সটেই হলো কবরে নামায আদায় করাকে কবরপূজা করা কথিবা কবরপূজাকারীর সাথে সাদৃশ্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হতে পারে। এ কারণে কাফরেরা যহেতে সূর্যযোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সজিদা দতি তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময়টিতে নামায পড়তে নষিধে করে দনে; যাতে করে এটাকে আল্লাহর বদলে সূর্যপূজার একটি উপায় হিসেবে গ্রহণ করা না হয় কথিবা কাফরেদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা না হয়।

৪- কবররে দকিে মুখ করে নামায আদায় করা। বশিদ্ধ মত অনুযায়ী এটি হারাম।

এর নমুনা হলো: আপনি নামায পড়ছেন এভাবে যে, আপনার কবিলার দকিে একটি কবরস্থান বা কবর রয়েছে। যদিও আপনি কবরস্থানে নামায পড়ছেন না; কনিতু কবররে খুব কাছরে যমীনে নামায পড়ছেন। আপনার ও কবররে মাঝে কোন দয়োল বা প্রাচীর নই।

এটি হারাম হওয়ার দলীল:

১- আবু মারসাদ আল-গানাওয়ী বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমরা কবররে উপর বসবে না এবং কবররে দকিে নামায পড়বে না।”[হাদীসটি মুসলিম (৯৭২) বর্ণনা করেন] উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে কবরস্থানের দকিে কথিবা কছু কবররে দকিে অথবা একটি কবররে দকিে নামায পড়া হারাম।

২- আর যহেতে কবরস্থানে নামায পড়া হারাম হওয়ার হতেটি কবররে দকিে নামায পড়ার মাঝেও পাওয়া যায়। ব্যক্তি যহেতে কবররে দকিে কথিবা কবরস্থানের দকিে এভাবে ফরিে থাকছে যে, তার ব্যাপারে বলা যায় যে সে কবররে দকিে ফরিে নামায পড়ছে; তাই সে নষিধোজ্জ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি নষিধোজ্জ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে “তোমরা নামায পড়ো না” এই হাদীসরে কারণে সহহি হবে না। যহেতে এখানে নামায পড়তে নষিধে করা হয়েছে। কটে যদি কবররে দকিে ফরিে নামায পড়তে তাহলে তার এ আমলে আনুগত্য ও অবাধ্যতা উভয়টি একত্রতি হলো। এমনটি করার মাধ্যমে আল্লাহ তাযালার নকৈট্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

লক্ষণীয় বিষয়: যদি আপনার মাঝে ও কবরগুলোর মাঝে প্রতবিন্দক হিসেবে দয়োল থাকে, তাহলে সে অবস্থায় নামায পড়তে সমস্যা ও নষিধোজ্জ্ঞা নই। অনুরূপভাবে যদি আপনার মাঝে ও কবরগুলোর মাঝে রাস্তা অথবা কছুটা দূরত্ব থাকে যার কারণে আপনি কবররে দকিে ফরিে নামায আদায়কারী হয়ে যান না; তাহলে সমস্যা নই। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দখুন: আল-মুগনী (১/৪০৩) ও ইবনু উছাইমীনরে আশ-শারহুল মুমতী (২/২৩২)। আল্লাহ সবাইকে রহম করুন।

দুই: শাফায়াতরে মাসআলা:

কয়ামতরে দনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কউে শাফায়াত (সুপারশি) করবে না, এটি আপন ভুল বলছেন।
বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অন্যান্য মুমনিরাও শাফায়াত করবেন।

কনিতু এখানে আমরা একটি মাসআলা যুক্ত করব যা ঐ প্রশ্নরে উত্তরে উল্লেখ করা হয়নি। শাফায়াতরে কিছু শর্ত রয়েছে:

এক: সুপারশিকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফায়াত করার অনুমতি থাকা।

দুই: সুপারশিকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

এই দুই শর্তরে পক্ষদে দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ

“আসমানে অনেকে ফরেশেতা আছে, যাদের সুপারশি কোনেও কাজে আসবে না; তবে আল্লাহ যার জন্য চান এবং যার উপর তিনি সন্তুষ্ট, তার পক্ষদে তিনি সুপারশি করার অনুমতি দেওয়ার পর (তা কাজে আসবে)।”[সূরা নাজম: ২৬]

এবং আল্লাহর বাণী:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ارْتَضَىٰ

“তারা কেবেল তার জন্যই সুপারশি করতে পারবে যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।”[সূরা আম্বিয়া: ২৮]

আর মূর্তপূজারীরা যে কাল্পনিক শাফায়াতরে কথা ভাবে; সেটি বাতলি সুপারশি। কারণ আল্লাহ কাউকে সুপারশিরে অনুমতি দনে না, যতক্ষণ না তিনি সুপারশিকারী ও সুপারশিকৃতদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকনে।[দখুন, শাইখ ইবনে উছাইমীনরে আল-কাওলুল মুফীদ শারহু কতিবতি তাওহীদ: (পৃ. ৩৩৬-৩৩৭), প্রথম সংস্করণ]

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঈমানদারদের সুপারশি করার স্বীকৃতি থাকাটা তাদের কাছ থেকে সুপারশি তলব করার বধৈতা প্রদান করে না। যমেনটি দেখো যায় যে, কিছু মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মৃত্যুর পর তাঁর কাছ থেকে শাফায়াত চয়ে থাকে।